দৈনিক ইনকিলাব 041

তারিখ 12 FEB 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম 3

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কোন পথে?

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। জাতি হিসাবে পৃথিবীতে শির উঁচু করে বেঁচে থাকার জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। শিক্ষা মানুষকে অন্ধকার পথ থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে। মানুষকে নৈতিকতা শেখায় যা কোন একটি জাতির উন্নতির পূর্ব শর্ত। অধিকন্তু শিক্ষা মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিপক্কতা আনে। আজকে যারা শিশু, তারাই আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। তারা উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নৈতিক উন্নতি লাভ করবে এবং এ জাতিকে ক্রমশ উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে। কঠোর চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে তারাই অসম্পূর্ণ জ্ঞানের সম্পূর্ণতা লাভ করে আগামীদিনের দেশের কর্ণধার হবে। তাদের কেউবা ডাক্তার, কেউবা শিক্ষক, কেউবা রাজনীতিবিদ আবার কেউবা ইঞ্জিনিয়ার হবে। মোট কথা তারাই আগামীদিনের দেশ পরিচালক। এটাই বাস্তব। কিন্তু আজকের শিশু-কিশোররা কি সেই উপযুক্ত শিক্ষা নিচ্ছে? অথবা পাচ্ছে? অবস্থা দৃষ্টে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তারা যেন কেউ জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়ালেখা করছে না। ক্লাসের পর ক্লাস পার হয়ে কতগুলো সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতেই ব্যস্ত। তাই পড়ালেখা না করেই সার্টিফিকেট সংগ্রহের জন্য তৎপর। তাই পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে নকল করে। যদিও স্বাধীনতাত্তোরকালে বাংলদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক হারে নকলের প্রবণতা দেখা দেয়। কিন্তু বর্তমানে তা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় শিক্ষার উচ্চতর পর্যায় থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে সংক্রমিত হয়েছে। গত ডিসেম্বর মাসে হয়ে গেল ১৯৮৬ সালের প্রাইমারী স্কুলের বৃত্তি পরীক্ষা। এতে যে হারে নকল হয়েছে তাতে জাতি হতাশ হয়ে পড়েছে। কারণ, বৃত্তি পরীক্ষার প্রবর্তন এ জন্যেই হয়েছিল যে, এর মাধ্যমে প্রকৃত মেধাবী ছাত্রদের বাছাই করে তাদের উৎসাহিত করার জন্য মাসিক হারে কিছু ভাতা দেয়া, যেন তারা প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে পড়ালেখায় অধিক মনযোগী হয়। আর তাদের দেখা দেখি অন্যান্য ছাত্ররাও যেন বৃত্তি পাওয়ার জন্য বেশী বেশী পড়ালেখা করে। ফলে, ছাত্ররা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পড়ালেখা করে সত্যিকারভাবে শিক্ষিত হতে পারে। বর্তমানে এভাবে বৃত্তি পরীক্ষার মাধ্যমে কি তা হবে? এর মাধ্যমে কি প্রকৃত মেধাবী বাছাই হবে? এভাবে শুধু শিক্ষা জীবন নকলের উপর গড়ে উঠবে। এমনি করে জাতি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে। তাই জাতিকে ধ্বংসের এহেন নিষ্ঠুর হাত থেকে রক্ষার জন্য দেশবাসীকে সচেতন হতে হবে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নকলের অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে হবে। যে কোন মূল্যে নকলের প্রবণতা দূর করতে হবে।

—আমীমুল এহসান